بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -২০

পরিবেশনায় النصر AN-NASR

রবিউস সানী | ১৪৩৯ হিজরী

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদের পা কে দৃঢ় করে দিবেন!

হে আল্লাহ্‌র সৈনিকেরা! হে ঈমানদারগণ! গতকাল আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যে, বিজয়ের পথে বিচ্ছিন্নতা কিভাবে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায় -আর এটা দুর্বলতার একটি কারণ ও ব্যর্থতার একটি বার্তা।- এবং নিজেদের দুর্বলতা কিভাবে একটি জনপদের জন্যে ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে”। (সুরা আনফাল-৪৬)

এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা আজকে এটাও আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে থাকাই বিজয়ের মুল চাবিকাঠি। এর ধারাই বিজয় সুনিশ্চিত সম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন-

اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

“আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন সীসাগালানো প্রাচীর”। (সুরা ছফ-৪)

এবং শামের জনগন কখনই মূল্যহীন অথবা নয়। বরং এরাই সবচেয়ে বড় কারণ শত্র দ্বন্দ এবং অন্তর্কোন্দলের। যতক্ষন না ইসলামের কালিমার ছায়াতলে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় এসে না দাঁড়াবো ততক্ষন পর্যন্ত এই মুসলিম উম্মাহ এর জন্যে অধরাই যাবে। মুসলিমদের হারানো গৌরব এবং ঐ ফিরে আসবে না। ওই ব্যক্তির পতাব আল্লাহর দ্বীনের ক্ষমতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ব্যতিত আল্লাহর সাহায্যের পতাকা পতপত উড়বে না, যার মাকসাদ শুধুমাত্র আল্লাহ তা পরকাল ও ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জ সম্মান। সুতরাং সংশোধনকারীগণ ও দাঈ

উপর আবশ্যক হল যে, তাঁরা অন্তরগুলোকে ভালোবাসায় পূর্ণ করা ও কাতারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালাবেন।

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল লিবি বলেছেন-

"মুজাহিদদের কাতারগুলো কখনোই সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় হতে পারবে না, এবং পরিপূর্ণভাবে শরঈ দিক থেকে কখনোই অটুট হবে না, যতক্ষণ না তাঁরা ঈমানী ভালোবাসার মর্মকে বাস্তবায়ন না করবেন। পরস্পর একজন অপরজনকে ভালবাসবেন এবং এই ভালোবাসার পথে বাঁধা প্রত্যেক কারণকে প্রত্যাখ্যান করবেন।

এবং এই পবিত্র লুকানো ভালবাসার প্রভাবই বিজয়কে দ্রুতগামী করে এবং একে তরান্বিত করে।

কেন নয়!! কারণ এটাই তো মহিমান্বিত আল্লাহ্ সাথে মুজাহিদদের ভালবাসার সম্পর্ককে সুউচ্চ করেছে। মুমিন মুজাহিদদের শক্তিশালী কিছু গুণাবলী আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন-

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

"যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে"। (সূরা মায়েদা-৫৪)

সুতরাং এই পারস্পরিক ভালোবাসা আল্লাহ্‌র অনেক বড় ইবাদত এবং আনুগত্য এবং আল্লাহ্ পক্ষ থেকে অনেক বড় দয়ার একটি বিষয়। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী"। (সুরা আনফাল-৬৩)